দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 1 8 JAN 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

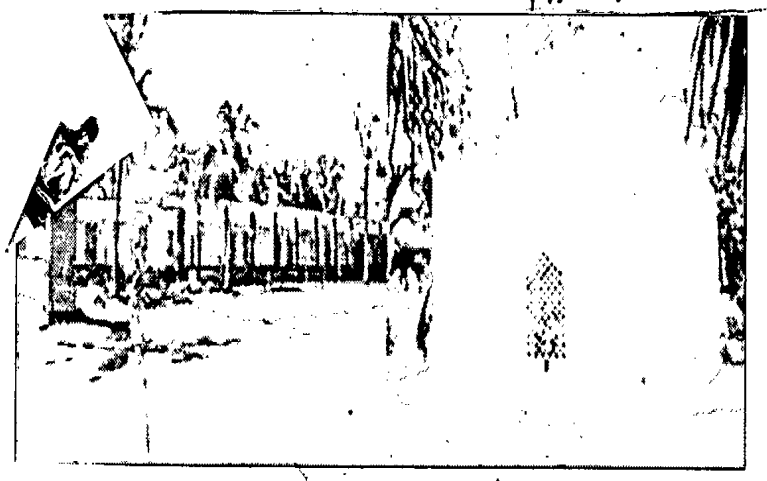

শেরপুর (বগুড়া) ঃ বামে শেরপুর শহীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার কামিল ও দাখিল ভবন (বামে) এবং ডানে যাঁর নামে মাদ্রাসাটির নামকরণ সেই হযরত শাহ তুরকানের (রহ) মাজার -ইত্তেফাক

# শেরপুরের ব্যতিক্রমী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শহীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা

॥ আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, শেরপুর (বগুড়া) ॥

বগুড়ার শেরপুর শহীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা উত্তরাঞ্চলে ধর্মীয় ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি দ্বীনি শিক্ষা প্রচার করে আসলেও মাদ্রাসাটিকে আজও সরকারি মর্যাদা দেয়া হয়নি।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ শেরপুর উপজেলার স্থানীয় বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে দক্ষি পূর্বে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর ঘেষে শহীদ শাহ তুরকানের (রাহঃ) মাজার সংলগ্ন একটি প্রশস্ত স্থানে অবস্থিত। এর উত্তরে ধুনট রোড, দক্ষিণে বনবিভাগের সুবিশাল সেগুন বাগান।

মরহুম মাওলানা আহম্মাদুল্লাহ, মরহুম মাওলানা হাসান আলী, মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন সাহেবসহ এলাকার ধর্মপ্রাণ ও বিদোৎসাহী লোকদের সহযোগিতায় ওই মাদ্রাসাটি ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। হযরত শহীদ শাহ তুরকনে রাহঃ নামানুসারেই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়। শেরপুর শহীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা। শুরু থেকেই মাদ্রাসাটি সমাজের বিত্তবানদের ঐকান্তিক সহযোগিতার মাধ্যমেই পরিচালিত হয়ে আসছে। এরমধ্যে সাবেক এমপি মরহুম গোলাম রব্বানী, সাবেক এমপি আমানউল্লাহ য়ান, সাবেক

(১৭শ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

## শেরপুরের ব্যতিক্রমী

(১৫শ পৃঃ পর)

এমপি গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ ও মরহুম হাজী সিরাজউদ্দিন প্রামাণিকের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মাদ্রাসার উন্নয়নকল্পে এলাকার সব শ্রেণীর মানুষের কমবেশী অবদান রয়েছে।

### পটভূমি

ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান শেরপুরে তুর্কিস্তান থেকে শাহ তুরকানের (রঃ) নেতৃত্বেংএকদল ধর্ম প্রচারক আসেন। মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা খলিলুর রহমান আলাপচারিতায় জানান, বঙ্গদেশের তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেন তাঁর উপস্থিতি মেনে নিতে পারেনি। ধর্ম প্রচারকদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করলে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধ ক্লান্ত বীর শাহ তুরকান (রঃ) কোন এক ওয়াক্ত নামাজরত থাকা অবস্থায় ওঁৎপেতে থাকা দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সৈনিকরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে।দেহেরধড় অংশ এক জায়গায় কবরস্থ করা হয়, সে স্থানের নাম দেয়া হয় ধরমোকাম। শের অংশ অন্যস্থানে কবরস্থ করা হয় এবং সেই স্থানের নাম দেয়া হয় শেরমোকাম। আর এই শের মোকামেই শহীদ শাহ তুরকানের (রঃ) মাজার শরীফ প্রাঙ্গণেই প্রায় বাইশ বিঘা জমির ওপর শহীদ শাহ তুরকানের (রঃ) নামানুসারে ১৯৩৭ সালে শেরপুর শহীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওই সময় মরহুম মাওলানা আহম্মাদুল্লাহ মাদ্রাসার সুপারের দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা শামছুদ্দিন ২০০৫ সালের শেষ পর্যন্ত ওই প্রতিষ্ঠানে সুনামের সঙ্গে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে মাওলানা খলিলুর রহমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন।

### পাঠদানের বিষয়

দাখিল এবং আলিম খোলা হয় ১৯৪০ সালে, ফাজিল ১৯৬০ সালে, কামিল হাদিস বিভাগ ১৯৭৮ সালে, কামিল ফিকাহ ১৯৮০ সালে খোলা হয়। ১৯৯৪ সালে দাখিল ও আলিমের বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয় এবং সর্বশেষে দাখিল কম্পিউটার শাখা খোলা হয় ২০০৩ সালে। বর্তমানে ওই মাদ্রাসায় এবতেদায়ী হতে কামিল পর্যন্ত ৩২ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক পাঠদান কার্যক্রম চালাচ্ছেন এবং সেখানে ৭৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। হেফজ খানায় আরো ২৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। ২০০৩ এবং ২০০৪ সালের পাশের হার শতকরা দাখিল ৬১ দশমিক ৫৩ ও ৭৭ দশমিক ১৪ আলিম ৫৬ দশমিক ০৬ ও ৩৯ দশমিক ৫১ ফাজিল ৬৭ দশমিক ২৭ ও ৬৯ দশমিক ২৩ এবং কামিল ৯০ দশমিক ২৭ ও ৮০। ওই মাদ্রাসা থেকে ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অবদান রাখছেন।

### অবকাঠামো

শহাদ শাহ তুরকান (রহঃ) মাযার সংলগ্ন বাইশ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটিতে একটি দ্বিতল, ৪টি একতলা ভবন এবং একটি আধা পাকা ভবন রয়েছে। যেখানে এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল হেফজ খানা ৬০ আসন বিশিষ্ট দুটি ছাত্রাবাস, একটি খেলার মাঠ, মসজিদ, কবরস্থান, দুটি মার্কেট ও প্রায় ৫ হাজার বৃক্ষ সমৃদ্ধ মনোরম ক্যাম্পাস রয়েছে। মাদ্রাসাটিতে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠিত করা হয় ১৯৪০ সালে। বর্তমানে লাইব্রেরীতে দুর্লভ আরবী, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী ভাষার ২৫৫৭টি বই রয়েছে।

### যা করণীয়

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জানান, সরকার বিভিন্ন সময় মাদ্রাসার সংস্কার ও উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করলেও মাদ্রাসায় নানারকম সমস্যা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের চারপাশে সীমানা প্রাচীর না থাকায় রাতের বেলায় নেশাখোরদের আড্ডা দেয়া মাদ্রাসার সম্পদ চুরি, দিনের বেলা গরু-ছাগলের অবাধ বিচরণ, প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের অভাবে দূরের শিক্ষার্থীদের পড়া-শোনার অসুবিধা হচ্ছে। প্রতিবছর বন্যায় মাদ্রাসার পূর্বের প্রান্ত পাশের করতোয়া নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সরকারের সহযোগিতা পেলে আশু সমাধান সম্ভব বলে তিনি জানান। প্রতিষ্ঠানে রোভার স্কাউট দল রয়েছে।